সংবাদ

তারিখ ... 17 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে- এটাই প্রত্যাশিত। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ বিদ্যাচর্চা বা সাধারণ 'লেখাপড়ার' মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সীমিত নয়, বরং জ্ঞান অন্বেষণ এবং জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মহান ব্রত বিশ্ববিদ্যালয় পালন করে থাকে। ফলে মেধায়, যোগ্যতায়, জ্ঞান চর্চায় ও গবেষণাকর্মে যিনি সর্বাধিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলো বড় বেশি বিবেচনা করা হয় না। মেধা কিংবা অন্যান্য যোগ্যতাকে অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক বিবেচনায় কিংবা অন্য কোন স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে একদিকে যেমন মেধাবী ও যোগ্যরা বঞ্চনার শিকার হন; অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষার মানও ক্রমেই নিম্নগামী হয়ে পড়ে। জাতির ভবিষ্যতের জন্য এটা অত্যন্ত সর্বনাশা প্রবণতা।

নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে এবং রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই একটা বড় অংশ এ ব্যাপারে মূল ভূমিকা পালন করছেন। রাজনৈতিক আনুগত্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দলীয়করণের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৩ই অক্টোবর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১০টি পদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি সিলেকশন বোর্ডের কার্যক্রমশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১শ' ৭০তম সিন্ডিকেট সভায় মোট ২৬ জন শিক্ষকের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। এদের মধ্যে ২৩ জনই জামাত এবং বাকি তিনজন বিএনপি সমর্থক বলে পত্র-পত্রিকা সূত্রে জানা গেছে।

এর আগে ২৭ জন জামাত সমর্থক নিয়োগের খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত ২৩ জন জামাতপন্থী শিক্ষকের নিয়োগ চূড়ান্ত হয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে এতগুলো শিক্ষক দলীয়ভিত্তিতে নিয়োগ করা হলো, প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় দৈনিকে তা ফলাও করে প্রচার করা হলো, অথচ এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তবে কি কর্তৃপক্ষ দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে প্রকাশ, ব্যবস্থাপনা বিভাগে বিজ্ঞাপিত ৩টি পদের বিপরীতে ৪ জন, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ২টি পদের বিপরীতে ৫ জন, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১টির বিপরীতে ৬ জন, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ২টির বিপরীতে ৬ জন এবং আল-কুরান অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ৩টির বিপরীতে ৫ জনসহ মোট ২৬ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোমিনুর রহমান অবাক করা সব কথা বলেছেন। তার মতে, জাতীয়তাবাদী শক্তি ও আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করে জামাত-শিবিরের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে ভিসি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি ড. সেকান্দর আলী আগামীতে বিএনপি'র কমপক্ষে ১০ জনকে চাকরি দেয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়ে এ নিয়োগ নিয়ে কোন আন্দোলন না করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছেন। এসব অভিযোগ অত্যন্ত মারাত্মক। এগুলো তদন্ত করে দেখা উচিত। আল হাদিস বিভাগে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান পাওয়া মাসুম বিল্লাহকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী জামাত সমর্থক একজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দলপ্রীতি ও অনিয়মের যে অভিযোগ উঠেছে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা উচিত। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয় একটি মৌলবাদী সংগঠনের ইচ্ছায় পরিচালিত হোক- তা কারও কাম্য নয়।